শিশুদের নেফ্রোটিক সিনড্রোম

এটা আসলে কী?

সাধারণতঃ কিডনী রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ ও পানি নিষ্কাশন করে

কিছু কোষ মিলে কিডনীতে ছাঁকনী তৈরী করে; নেফ্রোটিক সিনড্রোমে সেই ছাঁকনী ছিদ্রযুক্ত হয়ে যায়

একটি বড় বড় ছিদ্রযুক্ত ঝাঁজরির কথা চিন্তা করে দেখুন | বড় বড় ছিদ্র থাকার জন্য রক্তের মধ্যে থাকা প্রোটিনগুলো বের হয়ে যায়|

যখন প্রোটিন প্রস্রাব দিয়ে বের হয়ে যায়, তখন দেখা দেয়:

- শরীর ফোলা
- ক্লান্তি
- খাবারে অরুচি
- পেট ব্যাথা
- কম প্রস্রাব
- প্রস্রাবে ফেনা

এখন পর্যন্ত নেফ্রোটিক সিনড্রোমের সঠিক কারন জানা যায়নি|

গবেষণায় অনেকগুলো বিশেষ করে দেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত বিষয়কে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে |

আপনার শিশু একা নয়

প্রতি ১০০,০০০ শিশুতে ৫ জনেরএই রোগ হতে পারে|

মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় দ্বিগুণ, ৩-৪ বছর বয়সী শিশুরা বেশি আক্রান্ত হয় |

আমরা কী অনুমান করতে পারি?

৯৩%

শিশু স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধে ভালো হয়ে যাবে|

৮৫%

শিশু শৈশবেই রোগমুক্ত হবে |

রোগের পুনরাবৃত্তি হওয়াটা সাধারণ বিষয় |

৭৪% শিশু ওষুধে ভালো হওয়ার পর আবার আক্রান্ত হতে পারে

পুনরায় আক্রান্ত হওয়ার পেছনে প্রধান একটি কারন জীবাণুর সংক্রমণ|

৫ মাসের মধ্যে

এর চিকিৎসা কী?

সবচেয়ে কার্যকর চিকিৎসা হচ্ছে সেগুলোই যেসব শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর কাজ করে

স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ (প্রেডনিসোলন) এর প্রাথমিক পর্যায়ের চিকিৎসা।

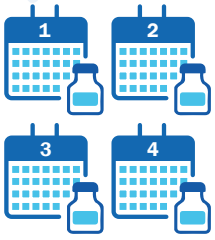

শুরুর দিকে আপনার শিশুকে ১৬ সপ্তাহের মতো স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ দিতে হবে।

এছাড়া অন্যান্য ওষুধ যেগুলো শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা নিরোধ করে, ৪৮% শিশুদের ক্ষেত্রে সেগুলোর প্রয়োজন হতে পারে।

আমার শিশুকে কী উপায়ে সর্বোচ্চ সাহায্য করতে পারি?

- স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাস
- নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা
- নিষ্ঠার সাথে স্টেরয়েডের চিকিৎসা মেনে চলা এবং প্রয়োজনে হাসপাতালের শরণাপন্ন হওয়া
- নিয়মিত প্রস্রাবে প্রোটিন পরীক্ষা ও লিপিবদ্ধ করা ও যতদূর সম্ভব সকালের প্রথম প্রস্রাব এই জন্য ব্যবহার করা:
  1. সদ্যনির্গত প্রস্রাবের নমুনা একটি পরিষ্কার শুকনো পাত্রে সংগ্রহ করুন
  2. একটি টেস্ট স্ট্রিপের পরীক্ষণের অংশটুকু প্রস্রাবের নমুনায় ডুবিয়ে সাথে সাথে তুলে ফেলুন
  3. স্ট্রিপের কিনারায় লেগে থাকা অতিরিক্ত প্রস্রাব একটি পরিষ্কার শুকনো পৃষ্ঠে আলতো টোকা দিয়ে ফেলে দিন
  4. ৬০ সেকেন্ড পর পরীক্ষণের অংশটি চার্টের সাথে মিলিয়ে দেখুন

  *পরীক্ষার স্ট্রিপগুলো ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে একটি বায়ুনিরোধক পাত্রে সংরক্ষণ করুন
- শিশুর খাবারে আলগা লবণ (পাতে লবণ) দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

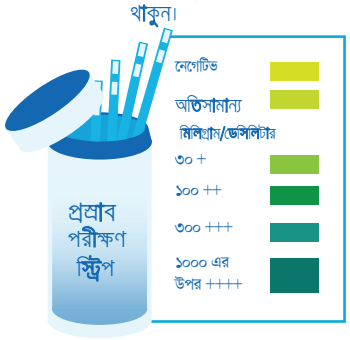

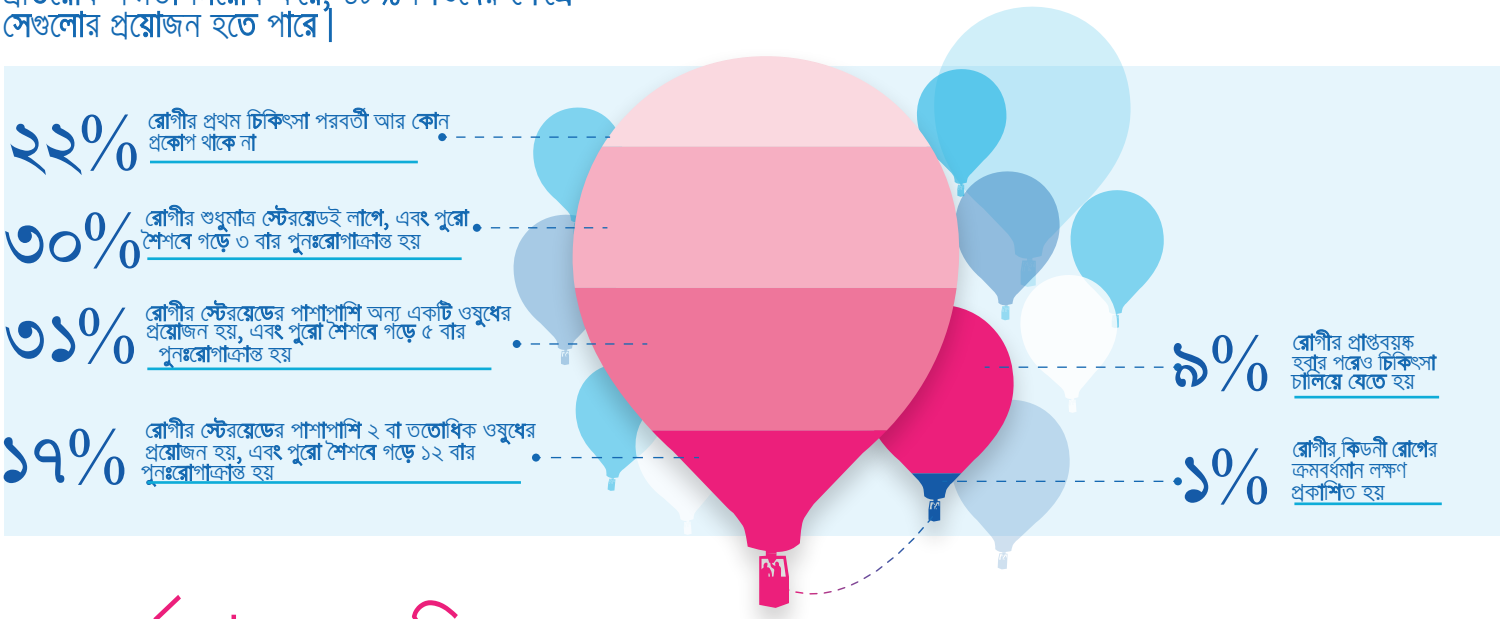

সতর্কতামূলক চিহ্ন: চিকিৎসকের সাহায্য নিন, যদি

- প্রোটিন যাওয়া অবস্থায় জ্বর
- তীব্র মাথাব্যাথা
- প্রস্রাবের সাথে দৃশ্যমান রক্ত
- বমি এবং পেটে ব্যাথা
- উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ওজন বৃদ্ধি

নিয়মিত পর্যবেক্ষণে গুরুতর ঘটনাবলী সচরাচর দেখা যায় না।

সহায়ক উৎসসমূহ:

1) kidney.ca/childhood-nephrotic-syndrome
2) kidney.ca/document.doc?id=330
3) nephcure.org/livingwithkidneydisease/raising-a-child-with-nephrotic-syndrome/
4) infokid.org.uk/nephrotic-syndrome
5) lab.research.sickkids.ca/parekh/research/insight/

INSIGHT INTO NEPHROTIC SYNDROME

SickKids®